ইসলামী ফুল-বাগিচা

লেভেল ঃ ওয়ান

অনুবাদ ঃ আব্দুল হামীদ মাদানী

بسم الله الرحمن الرحيم

শিক্ষকের জন্য কতিপয় জরুরী পথ-নির্দেশনা

১। শিক্ষকের উচিত, ছাত্রদের মনে সঠিক আকীদার বীজ বপন করা এবং তাদেরকে এমন জিনিসে অভ্যাসী বানানো, যাতে তাদের দ্বীন ও দুনিয়ার উপকারিতা নিহিত আছে।

২। শিক্ষক ছাত্রের আদর্শ হন। এই জন্য তাঁর প্রত্যেক কর্মে নববী সুন্নাহর বহিঃপ্রকাশ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৩। শিক্ষক হবেন গম্ভীর এবং বেশভূষায় সুন্দর।

৪। দ্বীনের আলেম নবীগণের ওয়ারেস হন। সুতরাং নিজের মাহাত্ম্য ও মর্যাদার কথা খেয়ালে রাখা আবশ্যক।

৫। শিক্ষকের উচিত, ছাত্রদের সাথে স্নেহ ও করুণাপূর্ণ ব্যবহার প্রয়োগ করা।

৬। শিক্ষক ছাত্রদের সাথে চিত্তাকর্ষী ভঙ্গিমায় প্রশ্নোত্তর করবেন।

৭। শিক্ষক এ ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহী হবেন, যাতে ছাত্রদের কুরআন-তিলাঅত আল্লাহর রসূল ﷺ-এর পদ্ধতি মুতাবেক হয়।

৮। ছাত্রদের মনে এই বিশ্বাস উজ্জ্বল করতে হবে, যাতে তারা কেবল আল্লাহর উপর ভরসা করতে, অতঃপর আত্মনির্ভরশীল হতে শেখে। তারা যেন অবসর-সময়কে এমন কাজে লাগায়, যা দ্বীন-দুনিয়ার কোন উপকারে লাগে।

৯। নিজের দায়িত্ব পালন করতে পরিপূর্ণ আন্তরিকতা ও সততা প্রকাশ করবেন।

১০। কচিকাঁচা শিশুদেরকে এই উম্মতের বিশাল মূলধন মনে ক'রে তাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করার প্রচেষ্টা চালাবেন।

১১। কর্তৃপক্ষের কাছে জবাবদিহির ভয় না ক'রে সরাসরি মহান আল্লাহর কাছে জবাবদিহির অনুভব হৃদয়ে রাখতে হবে।

ছাত্রদের জন্য কতিপয় জরুরী পথ-নির্দেশনা

১। ছাত্ররা সদা-সর্বদা পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতায় যত্নবান থাকবে।

২। বই-পুস্তকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে এবং তার উপরে অন্য কিছু রাখবে না।

৩। পানাহার ও দেওয়া-নেওয়ার সময় সর্বদা ডান হাত ব্যবহার করবে।

৪। তোমার সময় বড় অমূল্য ধন। সুতরাং শিক্ষা-অর্জনে সময়ানুবর্তী হও।

৫। ইসলামী আকার-আকৃতিকে নিজের প্রতীক বানাও। আর ফরয নামায যথাসময়ে জামাআত-সহকারে আদায় কর।

৬। শিক্ষকদের প্রতি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা রাখবে এবং তাঁদের আনুগত্য করবে।

৭। শিক্ষক যে পাঠ পড়াবেন, সেটা ভালভাবে রপ্ত ও মুখস্থ ক'রে আসবে।

৮। মেহনত ও কষ্ট, আগ্রহ ও মনোনিবেশ এবং চেষ্টা ও প্রয়াসকে নিজের হাতিয়ার বানিয়ে নাও। আর মনে রাখো যে, বিনা কষ্টে কেউই স্বনামধন্য হতে পারে না। পাথরকে শতবার কাটা-ঘষার পরেই তা মণি তৈরি হয়।

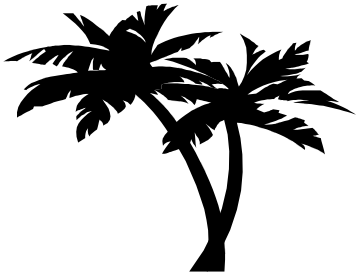

ফুলদানি--- ১
কুরআন কারীম

سورة الفاتحة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (٢) مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (٣) إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (٤) اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (٥) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ (٦) غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ (٧)

سورة الناس

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (١) مَلِكِ النَّاسِ (٢) إِلَهِ النَّاسِ (٣) مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ (٤) الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ (٥) مِنْ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ (٦)

سورة الفلق

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (١) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (٢) وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ (٣) وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ (٤) وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (٥)

سورة الكوثر

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (١) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (٢) إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأَبْتَرُ (٣)

سورة الماعون

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ (١) فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ (٢) وَلا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ (٣) فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (٤) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ (٥) الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ (٦) وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (٧)

سورة قريش

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لإِيلافِ قُرَيْشٍ (١) إِيلافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ (٢) فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ (٣) الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ (٤)

سورة الإخلاص

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ (١) اللهُ الصَّمَدُ (٢) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (٣) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ (٤)

سورة المسد

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ (١) مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ (٢) سَيَصْلَى نَاراً ذَاتَ لَهَبٍ (٣) وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ (٤) فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ (٥)

سورة النصر

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ (١) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ أَفْوَاجاً (٢) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّاباً (٣)

سورة الكافرون

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١) لاأَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (٢) وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٣) وَلا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ (٤) وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٥) لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (٦)

ফুলদানি---২
হাদীস শরীফ

১। সরলতা ঃ

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

(يَسِّرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا ، وَبَشِّرُوا وَلاَ تُنَفِّرُوا).

অর্থাৎ, তোমরা সহজ কর, কঠিন করো না এবং (লোকেদেরকে) সুসংবাদ দাও। তাদের মধ্যে ঘৃণা সৃষ্টি করো না। (বুখারী ৬৯, মুসলিম ৪৬২৬নং)

২। খাবারের দোষ ধরা ঃ

আবূ হুরাইরা ﷺ বলেছেন,

مَا عَابَ رَسُولُ الله ﷺ طَعَامَاً قَطُّ ، إِنِ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ ، وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ .

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো কোন খাবারের দোষ বর্ণনা করেননি। ভাল লাগলে তিনি তা খেয়েছেন এবং খারাপ লাগলে তিনি তা ত্যাগ করেছেন।' *(বুখারী ৩৫৬৩, মুসলিম ৫৫০ ১নং)*

৩। কোমলতা ঃ

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

(إِنَّ اللهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الأَمْرِ كُلِّه).

অর্থাৎ, "আল্লাহ তাআলা কোমল; তিনি প্রত্যেকটি ব্যাপারে কোমলতা ও নম্রতাকে ভালবাসেন।" (বুখারী ৬৯২৭, মুসলিম ৬৭৬৬নং)

৪। লজ্জাশীলতা ঃ

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

(الْحَيَاءُ لاَ يَأْتِي إِلاَّ بِخَيْرٍ).

অর্থাৎ, লজ্জা মঙ্গলই বয়ে আনে। (বুখারী ৬১১৭, মুসলিম ১৬৫নং)

৫। ঈমানের স্বাদ ঃ

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

ذَاقَ طَعْمَ الإِيمَانِ مَنْ رَضِىَ بِاللهِ رَبًّا وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً.

অর্থাৎ, সে ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ লাভ করেছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ প্রতিপালক হওয়ার ব্যাপারে, ইসলাম দ্বীন হওয়ার ব্যাপারে এবং মুহাম্মাদ ﷺ রসূল হওয়ার ব্যাপারে রাযী হয়ে গেছে। *(মুসলিম ১৬০নং)*

৬। পরস্পর সহযোগিতা ঃ

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

(الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضَاً).

অর্থাৎ, এক মু'মিন অপর মু'মিনের জন্য অট্টালিকার ন্যায়, যার এক অংশ অন্য অংশকে মজবূত ক'রে রাখে। (বুখারী ৪৮১, মুসলিম ৬৭৫০নং)

৭। হাসি মুখে সাক্ষাৎ ঃ

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

(لاَ تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئاً ، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ).

অর্থাৎ, তুমি কোন ভাল কাজকে তুচ্ছ মনে করো না। যদিও তুমি তোমার ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করতে পার। (মুসলিম ৬৮৫৭নং)

৮। সচ্চরিত্রতা ঃ

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

(إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلاَقاً).

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই উত্তম, যে তোমাদের মধ্যে সুন্দরতম চরিত্রের অধিকারী।" (বুখারী ৩৫৫৯, মুসলিম ৬১৭৭নং)

ফুলদানি---৩
আক্বীদা ও বিশ্বাস
(তাওহীদ)

১নং প্রশ্ন ঃ তোমার সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা কে?

উত্তর ঃ আমার সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা আল্লাহ।

২নং প্রশ্ন ঃ তোমার আব্বা-আম্মা ও সকল মানুষকে এবং চাঁদ-সূর্য ও সারা বিশ্বকে কে সৃষ্টি করেছে?

উত্তর ঃ মহান আল্লাহ।

৩নং প্রশ্ন ঃ মহান আল্লাহ কোথায় আছেন?

উত্তর ঃ সাত আসমানের উপরে আরশে।

৪নং প্রশ্ন ঃ মহান আল্লাহ কেন আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন?

উত্তর ঃ মহান আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদতের জন্য।

৫নং প্রশ্ন ঃ তুমি তোমার প্রতিপালককে কীভাবে চিনলে?

উত্তর ঃ আমি আমার প্রতিপালককে চিনেছি তাঁর নিদর্শন দেখে, তাঁর সৃষ্টিকে দেখে।

৬নং প্রশ্ন ঃ রোগ কে দেয়, কে তা ভাল করে?

উত্তর ঃ মহান আল্লাহ রোগ দেন এবং তিনিই ভাল করেন।

৭নং প্রশ্ন ঃ কে তোমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে, কে মরণ দেবে?

উত্তর ঃ আল্লাহ আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন এবং তিনিই মরণ দেবেন।

৮নং প্রশ্ন ঃ তোমার দ্বীন কী?

উত্তর ঃ আমার দ্বীন ইসলাম।

৯নং প্রশ্ন ঃ 'ইসলাম' কাকে বলে?

উত্তর ঃ ইসলাম বলে, আল্লাহকে 'এক' বলে মেনে নিয়ে, তাঁর হুকুম মতো চলে এবং শির্ক ও মুশরিক থেকে দূরে থেকে, তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করাকে।

১০নং প্রশ্ন ঃ ইসলামের রুক্ন (খুঁটি) কয়টা?

উত্তর ঃ ইসলামের রুক্ন পাঁচটি ঃ কলেমা, নামায, যাকাত, রোযা ও হজ্জ।

১১নং প্রশ্ন ঃ কলেমা কী?

উত্তর ঃ আশ্হাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, অআশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ।

ফুলদানি--- ৪
ফিক্বহ (ব্যবহারশাস্ত্র)

১নং প্রশ্ন ঃ তুমি কীভাবে উযূ করবে?

উত্তর ঃ প্রথমে মনে উযূর নিয়ত করব।
তারপর 'বিসমিল্লাহ' বলব।
তারপর কব্জি পর্যন্ত দুই হাতকে তিনবার ধোব।
তারপর তিনবার কুল্লি করব।
তারপর তিনবার নাকে পানি নিয়ে নাক ঝাড়ব।
তারপর তিনবার চেহারা ধোব।
তারপর আঙ্গুলের ডগা থেকে কনুই পর্যন্ত ডান হাতকে তিনবার ধোব।
তারপর একই ভাবে বাম হাতকে তিনবার ধোব।
তারপর কপাল থেকে ঘাড় পর্যন্ত মাথা মাসাহ করব একবার।
তারপর দুই কান মাসাহ করব একবার।
তারপর আঙ্গুল থেকে গাঁট পর্যন্ত ডান পা-কে তিনবার ধোব।
তারপর একই নিয়মে বাম পা-কে তিনবার ধোব।
সবশেষে উযূর দুআ বলব,

أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ.

অর্থঃ- আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন সত্য উপাস্য নেই। তিনি একক, তাঁর কোন অংশী নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর দাস ও প্রেরিত দূত (রসূল)। (মুসলিম ৫৭৬নং) হে আল্লাহ! আমাকে তওবাকারী ও পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর। (তিরমিযী ৫৫নং)

ফুলদানি---৬
দুআ ও যিক্‌র

۞ ঘুমানোর সময়

ঘুমানোর সময় করণীয় কী?

১। যথাসম্ভব ঘুমাতে দেরি করব না।

২। শোওয়ার আগে উযূ ক'রে নেব।

৩। ডান কাতে শোব।

৪। গালের নিচে হাত রাখব।

৫। এই দুআ বলব,

(اَللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوْتُ وَأَحْيَا).

অর্থঃ- হে আল্লাহ! আমি তোমার নামে মরি ও বাঁচি। (বুখারী ৬৩১২নং)

৬। উবুড় হয়ে শোব না।

৭। ঘুম থেকে জেগে উঠে বলব,

(اَلْحَمْدُ لله الَّذِيْ أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ).

অর্থঃ- সেই আল্লাহর সমস্ত প্রশংসা যিনি আমাদেরকে মৃত্যু (নিদ্রা) দেওয়ার পর জীবিত করলেন এবং তাঁরই দিকে আমাদের পুনর্জীবন। *(বুখারী ৬৩১২, মুসলিম ৭০৬২নং)*

۞ পেশাব-পায়খানার সময়

১। বাথরুমে প্রবেশের আগে দুআ বলব,

(بِسْمِ الله، اَللّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ).

অর্থঃ- আল্লাহর নাম নিয়ে শুরু করছি। হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি পুরুষ ও নারী খবিস্ জ্বিন হতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (বুখারী ৬৩২২, মুসলিম ৮৫৭নং)

২। বাথরুমে প্রবেশের সময় বাম পা আগে বাড়াব।

৩। পেশাব-পায়খানা করার সময় কারো সাথে কথা বলব না।

৪। বাম হাত দিয়ে শৌচকর্ম করব।

৫। বাথরুম থেকে বের হওয়ার সময় ডান পা আগে বাড়াব।

৬। বের হওয়ার পর এই দুআ বলব,

غُفْرَانَكَ (গুফরা-নাক)। অর্থাৎ, হে আল্লাহ আমি তোমার ক্ষমা চাই। *(আবু দাউদ ১/৮, তিরমিযী ১/১২)*

۞ হাঁচির সময়

১। হাঁচির সময় মুখে কাপড় বা হাত রেখে নেব।

২। হাঁচির পর 'আলহামদু লিল্লাহ' বলব।

৩। যে আমার 'আলহামদু লিল্লাহ' বলা শুনবে, সে বলবে, 'য়্যারহামুকাল্লাহ' (অর্থাৎ, আল্লাহ তোমার প্রতি সদয় হন)।

৪। সে দুআ শুনলে আমি তাকে দুআ দিয়ে বলব, 'য়্যাহদীকুমুল্লাহু অয়্যুস্‌লিহু বালাকুম।' (অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাদেরকে সুপথ দেখান ও তোমাদের অন্তর সংশোধন ক'রে দেন।)" *(বুখারী)*

۞ বাড়ি থেকে বের হওয়া ও ঢোকার সময়

১। বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় এই দুআ বলব,

(بِسْمِ الله، تَوَكَّلْتُ عَلَى الله، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِالله).

অর্থঃ- আল্লাহর নাম নিয়ে বের হচ্ছি, আল্লাহর উপর ভরসা করছি, আর আল্লাহর তওফীক ছাড়া পাপ থেকে ফিরার এবং সৎকাজ করার (নড়া-সরার) শক্তি কারো নেই। (আবূ দাউদ ৫০৯৭, তিরমিযী ৩৪২৬নং)

২। বাড়ি প্রবেশ করার সময় 'বিসমিল্লাহ' বলব। (মুসলিম ৫৩৮ ১নং)

ফুলদানি---৭

ইসলামী আদব

(শিশুদের প্রয়োজন আদর্শ পিতামাতা ও শিক্ষক। যে কথায় কথায় বকাঝকা ক'রে তাদের ভুল ধরে, তারা তাকে পছন্দ করে না।)

❁ মহান আল্লাহর অধিকার ঃ

১। আমরা এই বিশ্বাস রাখব যে, মহান আল্লাহই আমাদের সৃষ্টিকর্তা, রুযীদাতা, জীবন ও মরণদাতা।

২। আমরা কেবল তাঁরই ইবাদত করব এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করব না।

৩। তাঁর যাবতীয় সুন্দর নাম ও গুণাবলীতে বিশ্বাস রাখব।

❁ রসূল ﷺ-এর অধিকার

১। আমরা বিশ্বাস রাখব যে, হযরত মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও প্রেরিত রসূল।

২। আমরা সকল সৃষ্টির চাইতে বেশি তাঁকে ভালবাসব।

৩। তিনি যা আদেশ করেছেন, তা পালন করব।

৪। তিনি যা নিষেধ করেছেন, তা মোটেই করব না।

৫। তিনি যা বলেছেন, তা সত্য বলে বিশ্বাস করব।

৬। তাঁকে আমাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে 'আদর্শ' বলে মানব।

৭। তাঁর মর্যাদা ও সুন্নতকে উন্নত রাখতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাব।

৮। তাঁর শিখানো পদ্ধতি অনুযায়ী আল্লাহর ইবাদত করব।

৯। বিদআত হতে দূরে থেকে তাঁর সুন্নতকে জীবিত রাখব।

১০। তাঁর নাম শুনলে দরূদ পাঠ করব।

❁ পিতামাতার অধিকার

১। আমরা তাঁদের সেবা-যত্ন করব।

২। আমরা তাঁদের ভাল কথা শুনব ও মানব।

৩। তাঁদের জন্য দুআ করব।

৪। তাঁদের সঙ্গে আদবের সাথে কথা বলব।

৫। তাঁদের সঙ্গী-বন্ধুদের সম্মান করব।

৬। তাঁদেরকে সর্বদা খোশ রাখার চেষ্টা করব।

৭। সম্মান দিয়ে তাঁদের মাথা-চুম্বন করব।

৮। ভালভাবে পড়াশোনা ক'রে তাঁদের মাথা উঁচু করব।

❁ সাহাবার অধিকার ঃ

১। এই বিশ্বাস রাখব যে, নবী ﷺ-এর পরে তাঁরাই উম্মতের শ্রেষ্ঠ মানুষ।

২। আমরা তাঁদের সকলকে ভালবাসব।

৩। সকলের জন্য দুআ ক'রে 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' বলব।

৪। তাঁরা নবী ﷺ থেকে যা বর্ণনা করেছেন, তা সত্য বলে জানব।

৫। তাঁদের কোন ভুলের কারণে তাঁদের কোন সমালোচনা করব না।

❁ উলামা ও শিক্ষকের অধিকার

১। আমরা তাঁদেরকে শ্রদ্ধা করব।

২। তাঁদের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করব।

৩। তাঁদের মর্যাদা স্বীকার করব।

৪। তাঁদের বিরুদ্ধে সমালোচনার প্রতিবাদ করব।

৫। তাঁদের বিরুদ্ধে অনধিকার চর্চা করব না।

৬। তাঁদের জন্য দুআ করব।

৭। তাঁদের সঙ্গে আদবের সাথে কথা বলব।